ঝিনাইদহে দুর্নীতি বিরোধী চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগীতা

‘সবাই মিলে গড়বো দেশ, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ’ এই শ্লোগানে ঝিনাইদহে দুর্নীতি বিরোধী চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগীতা অনুষ্টিত হয়েছে।

রোববার সকালে শহরের কলাবাগান এলাকার ল্যাবরেটরি স্কুলে এই প্রতিযোগীতার আয়োজন করে জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক)।

‘বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণগুলো ও তার প্রতিকারের উপায়’ এই বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় শহরের বিভিন্ন এলাকার ৮ টি বিদ্যালয়ের অর্ধশত শিক্ষার্থী। প্রতিযোতী শেষে প্রতিযোগীয় অংশ নেওয়া বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার দেওয়া হয়।

দুপ্রক জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক বাবলু কুন্ডুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সরকারি কেসি কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. নওশের আলম, সহকারী অধ্যাপক ফরিদুল ইসলাম, দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক কওসার আহম্মেদ, সরকারি বালক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফারজানা আফরোজ, দুপ্রক’র সদস্য ইসাহাক আলী, গাউস গোর্কি, তরিকুল আলম রনি প্রমুখ।

সেসময় বক্তারা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে নতুন প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধ ও সততার শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে আহ্বান জানান।

সেই সাথে শিশু-কিশোরদের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করা গেলে ভবিষ্যতে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে আশা ব্যক্ত করেন।

ঝিনাইদহে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২৬ উপলক্ষে ঝিনাইদহে মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শিশুশ্রমকে লাল কার্ড” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রবিবার সকাল ১০টায় শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচির আয়োজন করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), ঝিনাইদহ।

কর্মসূচিতে সনাক, অ্যাকটিভ সিটিজেন গ্রুপ (এসিজি), ইয়েস গ্রুপের সদস্যদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মানববন্ধন শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সনাক ঝিনাইদহের সভাপতি এন. এম. শাহজালাল।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইয়েস দলনেতা শাহিন আলম এবং স্বাগত বক্তব্য দেন সনাকের সহ-সভাপতি নাসরিন ইসলাম।
অনুষ্ঠানে টিআইবির প্রণীত ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন সনাক সদস্য সুরাইয়া পারভীন মলি।

তিনি বর্জ্য সংগ্রহ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরেন এবং এ সমস্যা নিরসনে টিআইবির বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবি জানান।

আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিষয়ক এসিজি সমন্বয়ক রুহুল আমিন, কালিকাপুর বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আব্দুর রশিদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসিজি সদস্য নার্গিস সুলতানা এবং খান-এ-খোদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিষয়ক সহ-সমন্বয়ক নূর ইসলাম পাখি।

বক্তারা বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে নিয়োজিত শিশুরা প্রতিনিয়ত নানা স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাব, নীতিমালার দুর্বল বাস্তবায়ন এবং পর্যাপ্ত তদারকির অভাবে শিশুশ্রম নিরসনে কাক্সিক্ষত অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে না।

এ খাতে শিশুশ্রম বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সনাক সদস্য এম. সাইফুল মাবুদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি, নীতিমালার সীমাবদ্ধতা এবং তদারকির ঘাটতি দূর করার আহ্বান জানান। ইয়েস সদস্য মেহেরব হাসান আকাশ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে শিশুশ্রম সম্পূর্ণ নির্মূলের লক্ষ্যে টিআইবির সুনির্দিষ্ট সুপারিশসমূহ তুলে ধরেন।

সভাপতির বক্তব্যে এন. এম. শাহজালাল বলেন, দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় অনেক সুবিধাবঞ্চিত শিশু জীবিকার তাগিদে বর্জ্য সংগ্রহ ও মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

শিশুশ্রম নিষিদ্ধে আইন থাকলেও মাঠপর্যায়ে যথাযথ নজরদারি ও প্রয়োগের অভাবে তা কার্যকর হচ্ছে না। তিনি সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলোকে ওয়ার্ডভিত্তিক কঠোর তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত শিশুশ্রম নির্মূলের দাবি জানান।

আলোচনা সভা শেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ঝিনাইদহের এক হাত হারানো কৃষি কর্মকর্তার গল্প

ভোরের কুয়াশা তখনও পুরোপুরি কাটেনি। গ্রামের সরু রাস্তা ধরে মোটরসাইকেলে ছুটছে ধানক্ষেতের দিকে। পেছনে রোদ উঠতে শুরু করেছে,সামনে অপেক্ষা করছেন কয়েকজন কৃষক।

তাদের জমিতে দেখা দিয়েছে রোগ। দ্রুত সমাধান না পেলে নষ্ট হতে পারে পুরো ফসল। কৃষকদের সেই উৎকণ্ঠার মুহূর্তে ভরসার নাম একজন

মানুষ-মফিজ উদ্দিন। তার একটি হাত নেই।

জীবনের নির্মম এক দুর্ঘটনায় হারিয়েছেন ডান হাত। কিন্তু হারাননি দায়িত্ববোধ, হারাননি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার। বরং সেই দুর্ঘটনাই যেন তাকে আরও দৃঢ় করেছে।

আজ তিনি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ব্লকের হাজারো কৃষকের কাছে শুধু একজন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নন,তিনি আস্থার প্রতীক, নির্ভরতার নাম। সরকারি চাকরিতে দায়িত্ব পালনে অনীহা কিংবা নানা অজুহাতের অভিযোগ যখন প্রায়ই শোনা যায়, তখন শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে মাঠে-মাঠে কৃষি সেবা পৌঁছে দিয়ে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মফিজ উদ্দিন। কৃষকের সমস্যাই যেন তার নিজের সমস্যা।

কোনো কৃষকের জমিতে রোগ দেখা দিলে,ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হলে কিংবা নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হলে সবার আগে যে মানুষটির কথা মনে পড়ে,তিনি মফিজ উদ্দিন।

হলিধানী ব্লকে বর্তমানে প্রায় ৪ হাজার ৫৫৩ জন কৃষক রয়েছেন। ধান,গম, ভুট্টা,বিভিন্ন ধরনের সবজি ও মসলাজাতীয় ফসল চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন তারা। এসব কৃষকের জন্য সরকারি কৃষি সেবা নিশ্চিত করার দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। কিন্তু দায়িত্ব তার কাছে শুধু সরকারি চাকরির অংশ নয়, এটি যেন এক ধরনের মানবিক অঙ্গীকার।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালিচরণপুর ইউনিয়নের ছোট মান্দারবাড়িয়া গ্রামের সন্তান মফিজ উদ্দিন। বাবা মৃত আফসার উদ্দিন জোয়ার্দার। সাত ভাই ও দুই বোনের বড় পরিবারে বেড়ে ওঠা মফিজ ছোটবেলা থেকেই সংগ্রামের সঙ্গে পরিচিত।

বর্তমানে তিনি দুই কন্যা সন্তানের জনক। শিক্ষাজীবনে ঝিনাইদহ থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) পাস করার পর ফরিদপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার সম্পন্ন করেন। পরে যশোরে কাজী নজরুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজ থেকে ব্যাচেলর অব এডুকেশন (এগ্রিকালচার) ডিগ্রি অর্জন করেন।

কিন্তু তার জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা এসেছিল ২০০৯ সালের ১১ জানুয়ারি। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত অবস্থায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকের চাপায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার একটি হাত। মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায় পুরো জীবন।

হাসপাতালে শুয়ে থাকা সেই দিনগুলোতে ভবিষ্যৎ যেন অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল।পরিবার,স্বপ্ন,কর্মজীবন-সবকিছু নিয়ে তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা। অনেকেই ভেবেছিলেন,হয়তো আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন না তিনি। কিন্তু মফিজ উদ্দিন হার মানেননি।

দীর্ঘ চিকিৎসা,অসহনীয় শারীরিক কষ্ট আর মানসিক যন্ত্রণাকে সঙ্গী করে নতুন করে জীবন শুরু করেন। নিজের সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়ে নয়,বরং তাকে জয় করেই সামনে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ধীরে ধীরে শিখে নেন এক হাত দিয়েই জীবন ও কর্মক্ষেত্রের সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে।

সেই দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির ফলেই ২০১৩ সালের ১৪ আগস্ট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন তিনি। চাকরি জীবনের শুরু যশোরে।

পরে বরিশাল ও ফরিদপুরে দায়িত্ব পালন শেষে ২০২২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ব্লকে যোগদান করেন।

এরপর থেকে মাঠমুখী কর্মকান্ড কৃষকদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ এবং সমস্যার দ্রুত সমাধান দেওয়ার কারণে অল্প সময়েই কৃষকদের হৃদয়ে জায়গা করে নেন তিনি।

স্থানীয় কৃষকদের ভাষ্য,মফিজ উদ্দিনের প্রকৃত অফিস কোনো দালানকোঠা নয়,তার অফিস কৃষকের মাঠ। অনেক সময় সরকারি ছুটির দিনেও কৃষকের ফোন পেয়ে ছুটে যান জমিতে। দিন-রাতের নির্দিষ্ট কোনো কর্মঘণ্টা নেই তার।

কৃষক আব্দুর রাজ্জাক বলেন,’ধানের জমিতে রোগ দেখা দিলে আগে খুব চিন্তায় পড়ে যেতাম। এখন মফিজ ভাইকে ফোন দিলেই চলে আসেন। জমিতে নেমে রোগ শনাক্ত করেন,কী ওষুধ দিতে হবে বলে দেন। এক হাত না থাকলেও কাজের ক্ষেত্রে তাকে কখনো দুর্বল মনে হয়নি।’

কৃষক মো. আলামীন বলেন,’অনেক কর্মকর্তা অফিসে বসে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু মফিজ স্যারকে প্রতিদিন মাঠে দেখা যায়। তিনি আমাদের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করেন। তাই কৃষকরাও তাকে পরিবারের সদস্যের মতো ভালোবাসেন।’

কৃষাণী রওশন আরা বেগম বলেন,’সবজি চাষে রোগবালাই হলে আমরা অনেক সময় অসহায় হয়ে পড়ি। স্যার নিজে এসে দেখে পরামর্শ দেন। তার কারণে

অনেক ক্ষতি থেকে বেঁচেছি।’

কৃষক শরিফুল ইসলাম বলেন,’এক হাতে মোটরসাইকেল চালিয়ে যেভাবে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘোরেন,তা সত্যিই অবাক করার মতো। তিনি কর্মকর্তা নন,আমাদের আপনজন।’

মফিজ উদ্দিন বলেন,’দুর্ঘটনার পর অনেকেই ভেবেছিলেন আমি হয়তো আর কিছু করতে পারব না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম,মানুষ চাইলে যেকোনো বাধা অতিক্রম করতে পারে। কৃষকদের জন্য কাজ করার ইচ্ছাটাই আমাকে শক্তি দিয়েছে।

তার মতে,পুরস্কার বা সম্মাননা নয়,সবচেয়ে বড় অর্জন হলো কৃষকের মুখের হাসি।

তিনি বলেন, কোনো কৃষকের ক্ষতি কমলে,ভালো ফলন হলে বা তার পরিবারে স্বস্তি ফিরলে সেটাই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।’

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো: নুর-এ-নবী বলেন,’মফিজ উদ্দিন অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও পরিশ্রমী কর্মকর্তা।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তার কাজে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তিনি কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক আস্থা অর্জন করেছেন।

একটি হাত হারিয়ে অনেকেই জীবনযুদ্ধে থেমে যান। কিন্তু মফিজ উদ্দিন প্রমাণ করেছেন,মানুষের শক্তি তার হাতে নয়,তার মনোবলে।

তাই ঝিনাইদহের কৃষকদের কাছে তিনি শুধু একজন কৃষি কর্মকর্তা নন; তিনি সাহস,সংগ্রাম,দায়িত্ববোধ ও মানবিকতার এক উজ্জ্বল প্রতীক।

কোটচাঁদপুরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে অরিন হোসেন (৮) নামে এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (১৩ জুন) বিকেলে দোড়া ইউনিয়নের সুয়াদি গ্রামে এ হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে। মৃত অরিন হোসেন কোটচাঁদপুর পৌর শহরের বিশিষ্ট স্যানিটারি ব্যবসায়ী মোঃ আমজাদ হোসেন রনির একমাত্র ছেলে।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আমজাদ হোসেন রনি তার ছেলেকে নিয়ে শনিবার গ্রামের বাড়ী সুয়াদি বেড়াতে যান। বিকেলে বাড়ির অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলার সময় অসাবধানতাবশত অরিন সবার অগোচরে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায়।

দীর্ঘক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে পুকুরের পানিতে তাকে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান।

পরে উদ্ধার করে দ্রুত কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে অরিনকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে কোটচাঁদপুর ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকেও গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে বাবা আমজাদ হোসেন রনি ও পরিবারের সদস্যরা শোকে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনি প্রক্রিয়া শেষে অরিনের মরদেহ দাফনের প্রস্তুতি চলছে।

কোটচাঁদপুরে পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সবুজ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দেশব্যাপী পাঁচ বছর মেয়াদি ‘২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা

হয়েছে।

শনিবার (১৩ জুন) দুপুর সাড়ে ১২টায় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সামাজিক বনায়ন নার্সারী এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আমলকী ও অর্জুন গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন অতিথিরা। পরে উপজেলার কুশনা ইউনিয়নের আমেরিকা সড়কে ফলজ, বনজ, ঔষধি ও কাঠজাতীয় বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দীপা রানী সরকারের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ জাহিদ হোসেন, কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ আনসারুল্লাহ, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক মো. লিয়াকত আলী, পৌর জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, এনসিপি প্রতিনিধি হৃদয় আহসান, সাংবাদিক এস এম রায়হান উদ্দীন, সাংবাদিক মঈন উদ্দিন খান, উপজেলা বনায়ন প্রকল্পের এফজি কামরুজ্জামানসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইউএনও দীপা রানী সরকার বলেন, “পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। প্রধানমন্ত্রীর এই মহতী উদ্যোগকে সফল করতে কোটচাঁদপুর উপজেলার সর্বস্তরের মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাছ লাগাতে হবে এবং রোপিত গাছের পরিচর্যায়ও আন্তরিক হতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রশাসনিক সহযোগিতা ও তদারকি অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, পরিবেশবাদী সংগঠনের প্রতিনিধি, স্থানীয় সাংবাদিক, শিক্ষার্থী এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

উপস্থিত বক্তারা পরিবেশ রক্ষা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে বেশি বেশি বৃক্ষরোপণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ঝিনাইদহে বাস-ইজিবাইক শ্রমিকদের দ্বন্দ্বে মহাসড়কে ৩ ঘন্টা অবরোধ

ঝিনাইদহে বাস ও ইজিবাইক শ্রমিকদের পূর্ব বিরোধের জেরে ঝিনাইদহে মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকরা। শনিবার (১৩ জুন) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে বাস ও ইজিবাইক শ্রমিকরা।

বাস মালিকরা জানায়, মহাসড়কে থ্রিহুইলার চালচল সম্পূর্ণ নিষেধ থাকা সত্বেও দীর্ঘদিন ধরে এ সড়কে থ্রিহুইলার চলাচল করছে এতে করে প্রায়সই ঘটছে সড়ক দূর্ঘটনা। এ কারণে মাঝে মধ্যে সংঘর্ষও হয় দুপক্ষের।

এছাড়াও ইজিবাইকে যাত্রি উঠানোর ফলে বাসে কমেছে যাত্রী এতেকরে বাস মালিকদের গুনতে হচ্ছে লোকশান। এরই সূত্রধরে আজ বাস শ্রমিকরা ইজিবাইক চলাচলে বাধা দিলে দুপক্ষের মধ্যে বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয়। তারই রেশ ধরে দুপক্ষ ঝিনাইদহ মহাসড়কে থ্রিহুইলার ও বাস আড়াআড়ি করে সড়কে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়।

এময় দুরপাল্লার বাস সহ আটকে পড়ে সকল প্রকার যানবাহন, ভোগান্তিতে পড়ে শতশত দুরপাল্লার যাত্রী, বিকসার যাত্রী ও পথচারিরা। পরে প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌছে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় দুপক্ষের শ্রমিকরা।

পুশইন ঠেকাতে ঝিনাইদহের

মহেশপুর সীমান্তে বিজিবি’র সঙ্গে এলাকাবাসীর টহল

‎‎‘হাতে মাইক মুখে বাঁশি সীমান্তে বিজিবির কড়া নজরদারি’ ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে কয়েক দফা পুশইনের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)।

‎‎পুশইন ঠেকাতে সীমানাত এলাকা জুড়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি ও স্থানীয় এলাকাবাসী কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

‎‎রাতভোর মহেশপুর সীমান্তে চলছে বিজিবির কঠোর নজরদারি। ‎‎বিজিবির টহলে যোগ দিয়েছেন গ্রাম পুলিশ, আনসার ও এলাকাবাসী তবে এই সীমান্ত দিয়ে এখনো কোনো পুশইনের ঘটনা ঘটেনি।

ঝিনাইদহের মহেশপুরের সাথে ভারতের ৭৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারতীয় সীমান্ত রয়েছে। এর মধ্যে ৬৮ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে ভারতের কাঁটাতারের বেড়া। ‎‎মাঠিলা ও যাদবপুর বিওপির এলাকায় ১০ কিলোমিটার সীমান্তে নেই কাঁটাতারের কোন বেড়া। ফলে এই ১০ কিলোমিটার সীমান্তে পুশইন ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ।

‎‎বিজিবি সুত্রে জানা গেছে, মহেশপুর উপজেলায় ৫৮ বিজিবির অধীন ১২টি বর্ডার অবজারভেশন পোস্ট (বিওপি) রয়েছে। ‎‎এর মধ্যে পুশইন ঝুঁকিতে রয়েছে মাঠিলা, সামন্তা, যাদবপুর, বাঘাডাংঙ্গা বিওপি সহ অন্তত ৫টি বিওপি। ‎‎এইসব বিওপি এলাকায় কঠোর নজরদারি জোরদার করেছে বিজিবি।
‎‎

সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, মহেশপুর উপজেলার যাদবপুর মাঠিলা সামন্তা বাঘাডাংঙ্গা শ্রীনাথপুর কুসুমপুর বিওপি এলাকায় বিজিবি সদস্যরা দিনরাত টহল দিচ্ছেন। ‎‎হাতে মাইক মুখে বাঁশি সীমান্তে বিজিবির কড়া নজরদারি চোখে পড়ছে সবসময়।

‎‎বিশেষ করে, কাজিরবেড় ইউনিয়নের সামন্তা ও মাটিলা বিওপি এলাকার সীমান্তে বিজিবি’র টহল ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। ‎‎এসব এলাকায় সীমান্তের শূন্য লাইন ঘেষেঁ বিজিবি আনসার ও স্থানীয় এলাকাবাসীর শক্ত অবস্থান দেখা গেছে।

‎‎স্থানীয় এলাকাবাসী ও বিজিবির একাধিক সদস্য সূত্রে জানা গেছে,সামন্তা বিওপির অধীন, কচুরপোতা,পাখরাইল, এলাকায় রাতের আঁধারে অন্ধকারে সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন লাইট বন্ধ করে কয়েকবার পুশইনের চেষ্টা চালিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। ‎‎তবে কাঁটাতার সংলগ্ন লাইট বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের প্রান্ত থেকে স্থানীয় এলাকাবাসীর চিৎকার, মাইকিং ও টর্চ লাইটের আলো জ্বালিয়ে বিএসএফের পুশইন চেষ্টা ভেস্তে দিয়েছে।

‎‎সীমান্তবর্তী কাজিরবেড় গ্রামের রফিকুল ইসলাম বলেন, আমরা দেখছি বিএসএফ তাদের কাঁটাতার ঘেষাঁ সড়কে বড় গাড়িতে করে লোকজন ধরে এনে জমা করছিল। ‎‎পরে রাতে কাঁটাতারের আলো বন্ধ করে গেট খুলে দিয়ে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করছে । তবে এলাকাবাসী ও বিজিবির শক্ত অবস্থানের কারণে অন্তত ৫/৬টি পুশইন চেষ্টা প্রতিহত করা হয়েছে।

‎‎সামন্তা গ্রামের বাসিন্দা তাজুল ইসলাম বলেন, সীমান্তে বিএসএফের পুশইন চেষ্টার আলামত দেখলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে বিজিবিকে জানাই। বিজিবির সংঘের রাত জেগে গ্রামের মানুষ সীমান্ত পাহারা দিচ্ছেন। গ্রামের মানুষ ঐক্যবদ্ধ। কোন পুশইন মেনে নেওয়া হবে না।

‎‎মহেশপুর (৫৮) বিজিবি ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মো: রফিকুল আলম বলেন, মহেশপুর সীমান্ত এলাকায় পুশইনের কোন ঘটনা ঘটেনি। ‎‎তবে কয়েকবার সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে পুশইনের চেষ্টা করা হয়েছিল। আমাদের সৈনিকরা সার্বক্ষণিক সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন

‎‎তিনি আরও বলেন, সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষ, আনসার সদস্য ও গ্রাম পুলিশের সদস্যরাও আমাদের সৈনিকদের সঙ্গে টহলে সহায়তা করছেন।

‎দেশের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্ত সুরক্ষিত রাখতে আমরা এক ইঞ্চিও ছাড় দেব না বলে জানান বিজিবির এই দায়িত্বশীল অফিসার ও এলাকাবাসী।

হরিণাকুণ্ডুতে রাতের আঁধারে ভাতিজার হাত ধরে চাচি নিরুদ্দেশ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ভাসুরের ছেলের হাত ধরে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে চাচি। উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের গবরাপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা যায়, গত ৯ জুন গবরাপাড়ার সানজেদুর রহমান (ছল্টু) জোয়ার্দারের সহধর্মিণী রুমানা ইসলাম, তার আপন বড় ভাসুরের ছেলে হাসানের হাত ধরে রাতের আঁধারে অজানার উদ্দেশ্যে পালিয়ে গেছে। কয়েকদিন ধরে অনেক খোঁজাখুঁজির পরে তাকে না পেয়ে তার স্বামী সকলকে জানাতে বাধ্য হয়েছেন। রুমানার ঘরে একজন ৫ বছরের কন্যা সন্তান রয়েছে।

এলাকায় এর আগেও তাদের নিয়ে নানা রটনা রয়েছে। জানা যায়, গত ঈদুল ফিতরের পরে তারা একবার পালিয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় মাতুব্বরদের মাধ্যমে সেটির সুরাহা করে পুনরায় ঘর-সংসার করছিল। কিন্তু এবারে তাদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া না গেলে, ভুক্তভোগী পরিবারটি আইনের আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানান। কিন্তু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই অভিযোগ দায়েরের কথা স্বীকার করছেন না।

সানজেদুর রহমান (ছল্টু) জানান, “ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক আমাদের গত ৮ বছর পূর্বে বিবাহ হয়। আমার ঘরে একটি ছোট্ট কন্যা সন্তান রয়েছে। আমি বিয়ে করে আসার পর থেকে ভাতিজা হাসান তাকে মা বলে ডাকতো। সে আমার বড় ভাইয়ের ছেলে। আমি বাড়িতে না থাকার সুবাদে সে আমার বউয়ের সাথে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি আমি জানতে পেরে তাকে নিষেধ করলে আমাকে সে নানা ধরনের হুমকি-ধামকি দেয়। গত ৯ জুন রুমানা আমার আলমারিতে থাকা নগদ ৩ লক্ষ টাকা, ১ জোড়া স্বর্ণের রুলি, কানের দুল, চুড়ি, ১টি চেইন ও ১টি আংটিসহ তিন ভরি স্বর্ণ নিয়ে পালিয়ে গেছে, আমি তাদের বিচার চাই।”

হাসানের বাবা বলেন, “আমার ছেলেকে বিয়ে দেওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করেছি। যেখান থেকেই বিয়ে আসে সেখানেই ভেঙে যায়। রুমানা আমার ভাইয়ের বউ। সে তার আপন চাচি হয়। তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে।”

এ বিষয়ে হাসান এবং রুমানার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের মোবাইল নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়।

ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, এটি একটি লজ্জাজনক ব্যাপার। এর জন্য এদের কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার, নতুবা সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

এ ঘটনায় হরিণাকুণ্ডু থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত (ভারপ্রাপ্ত) পুলিশ কর্মকর্তা অসিত কুমার রায় জানান, এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি।

ঝিনাইদহে ব্রাজিল ফুটবল সমর্থক গোষ্ঠীর র্যালী ও শোভাযাত্রা

‎“ভাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখি, ফুটবল বিশ্বকাপ উপভোগ করি” এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে ব্রাজিল ফুটবল সমর্থকদের র্যালী- শোভাযাত্রা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (১২ জুন) সকাল ১১টার দিকে স্থানীয় ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠ থেকে ব্রাজিল সমর্থক গোষ্ঠির আয়োজনে এ র্যালী ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। র্যালিতে শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ি, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্রাজিল সমর্থক অংশ নেন।

‎এ সময় সমর্থকেরা ব্রাজিলের প্লেয়ার এবং ফুটবল ও বিশ্বকাপ নিয়ে নানা শ্লোগান দিতে থাকেন। র্যালীটি স্থানীয় শহরের পোষ্ট অফিস মোড়, পায়রাচত্তর ঘুরে আবারও ওয়াজির আলী স্কুলের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

‎এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ব্রাজিল সমর্থক গোষ্টির আহবায়ক সাংবাদিক রাজিব হাসান, সদস্য সচিব মোহাম্মদ আল মামুন, যুগ্ম আহবায়ক রাকিবুল ইসলাম বাপ্পি ও সাংবাদিক ইমন হাসানসহ অন্যান্যরা।

কোটচাঁদপুরে দিনব্যাপী পার্টনার কনগ্রেস ২০২৬ অনুষ্ঠিত

কোটচাঁদপুরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রোগাম অন এগ্রি কালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) আওতায় পার্টনার কনগ্রেস ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদের মিলনায়তন কক্ষে কৃষি অফিসারের আয়োজনে দিনব্যাপী এই পার্টনার কনগ্রেসের আয়োজন করা হয়।

এ সময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খামারবাড়ি উপপরিচালক কৃষিবিদ কামরুজ্জামান।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজ্ দিপা রানী সরকারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যশোর অঞ্চলের পার্টনার প্রকল্পের সিনিয়র মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ শেখ সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা সিনিয়র মৎস কর্মকর্তা দ্বিন ইসলাম,মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত তদন্ত কর্মকর্তা আহসান উল্লাহ,অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ আনিসুজ্জামান খান, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোহাম্মদ জসিম উদ্দীন।

এসময় অনুষ্ঠান সঞ্চলনা করেন,উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি অফিসার টিপু সুলতান। সে সময় অনুষ্ঠানে কনগ্রেসে পুষ্টি উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও জলবায়ু সহনশীল কৃষির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কৃষি কর্মকর্তারা জানান, পার্টনার প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষক ও উদ্যোক্তারা আধুনিক প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও বাজার সংযোগের সুবিধা পাবেন। অনুষ্ঠানে কৃষি অফিসের কর্মকর্তা, উপকারভোগী কৃষক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশ নেন।